# বঙ্গভঙ্গ ঃ পটভূমি; প্রসঙ্গ ও পরিণাম

সুব্রত চট্টোপাধ্যায়



আমাদের শীর্ণ কাঁধ কতটুকু উত্তরাধিকার বহন করতে পারে? ক্রমভগ্ন স্মৃতি নিয়ে ঐক্যহীন আমরা ঠিক সময়ে বাইরে এসে দাঁড়াতে পারিনি। নিজেদের ছোট ছোট স্বার্থবলয়ের বাইরে তাকাবার অনবকাশ দৈশিক পরাধীনতার কারণ হয়ে দেখা দিয়েছিল। প্রাচীনঐতিহ্যবিমুখতা ওএকত্ববোধের অভাব আমাদের ক্ষয় করে ফেলেছে। আমাদের দীর্ঘ পরাধীনতার মূল কারণই পারস্পরিক হিংসা ও বিদ্বেষ। ইংরেজ ভারতে এসে পরিকল্পনা করে জাতীয় ঐক্য ও সংহতিকে শিথিল করেছে। স্বাধীনতাপূর্ব ভারতের বিভাজনপত্রের প্রকৃতপক্ষে সূচনা হয় ১৮৩৬ সালে যখন ইংরেজ রাশিয়ার সঙ্গে এক চুক্তি বা সন্ধির ফলে আফগানিস্থানকে একটি 'বাফার' রাজ্যে পরিণত করল। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে আফগানিস্থানবাসীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। আফগানিস্থান বা উপগণস্থানের লোকেরা প্রথমে শৈব বা প্রকৃতির পূজারী ছিলেন। পরে একটা সময়ে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটেছিল। পরে ইসলাম ধর্মাবলম্বী হয়। শেরশাহ সরী, শাহজাহানএবং রনজিৎ সিং এর সময়ে কান্দাহার (গান্ধার) প্রভৃতি দেশের উল্লেখ পাওয়া যায় বিভিন্ন বই-এ । এরকমই ইংরাজরা পরিকল্পনা করে ১৯০৪ সালে সুগৌসীতে (বিহার) তখনকার ছোট ছোট পাহাড় অঞ্চলের রাজাদের সঙ্গে কূটনৈতিক সন্ধি করে নেপালকে বিচ্ছিন্ন করে নিজেদের লোক (রেসিডেন্ট) বসিয়ে দেয়। ফলত নেপাল স্বাধীন হয়েও কার্যত ইংরেজের কব্জার মধ্যে থেকে গেল। নেপালের মহারাজা রেসিডেন্টের হাতের পুতুল হয়েই রইলেন।

ইতিহাসের আঁকাবাঁকা পথে হেঁটে বেড়ালে দেখা যায় যে ইংরেজ বহুবার কুখ্যাত 'ভাগ করে শাসন কর' নীতির ব্যবহার করেছে। আগে এর বিদ্ধে কোথাও কোন সংগঠিত প্রতিরোধ গড়ে ওঠেন। এই প্রথম ভাগের বিদ্ধে সর্বাত্মক আন্দোলন বঙ্গপ্রদেশ জেগেউঠল। বাংলা যেমন ছিল গোটা ভারতবর্ষের ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের পীঠভূমি তেমনি সব ধরণের জাতীয়তাবাদী ও আধ্যাত্মিক আন্দোলনের কেন্দ্রস্থান। বাংলা ছিল সারা ভারতের বৈপ্লবিক কাজকর্মের পরিকল্পক ও পরিচালক। তাই বাংলার সেই প্রাণশক্তিকে নিভিয়ে দেবার জন্য বাংলাকে ভাগ করার চক্রান্ত হয়। ১৯০৫ সালের ৭ই জুলাই ইংরেজ বাংলাকে বিভক্ত করার কথা ঘোষণা করল। বঙ্গভঙ্গের পটভূমি ছবিটি ঐতিহাসিক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের লেখনিতে সুন্দর ফুটে উঠেছে 'He therefore decided to remove this danger, before it was too late by effectively destroying the solidarity of the Bengalis. He now conceived the much more comprehensive plan of dividing the Bengali Speaking area into two separate provinces. The whole of Northern and Eastern Bengal with Assam and western Bengal with Bihar and Orissa Constituting the Province of Bengal'.

'The more behind it was quite clear, In East Bengal, the Muslims, Politically less advanced and more loyal to the Bengalies would form a minority by inclusion of Bihar and Orissa. Thus the Bengalis would be divided from their & kin. The Bengali Hindus hated and dreaded by Curzon for their advanced Political ideas, would form a minority on both Provinces and thin wedge would be driven between the Hindus & Muslims of B engal.'

'It was undoubtedly a master plan to destroy the nascent nationalism in Bengal'. [History of the Freedom Movement in India. Vol – III]

উদ্দেশ্য, বাংলাকে ভাগ করে একটি মুসলিম প্রধান পূর্ববঙ্গ সৃষ্টি করা এবং বাংলার প্রাণশক্তিকে বিনষ্ট করা। তখন বাংলার সংগে বিহার ও উড়িষ্যাও যুক্ত ছিল। বঙ্গভঙ্গের পেছনে যে চক্রান্ত ছিল তা স্যার হেন্‌রি কটন নামের একজন ইংরাজ পদাধিকারীর কথায় স্পষ্ঠ হয়েছে। তিনি বলেছেন "এই পদক্ষেপের লক্ষ্য হল প্রদেশে পরিব্যাপ্ত কেথা এবং সাংগঠনিক ভাবনা - চিন্তার শিকড়কে উপড়েফেলা। এর পেছনে কোন প্রাশাসনিক কারণ নেই। দেশপ্রেমের উত্তাল তরঙ্গকে পেছনে ঠেলে দেওয়া এবং তার রাজনৈতিক শাখা - প্রশাখাগুলিকে ছেঁটে ফেলার যে নীতি লর্ড কার্জন নিয়েছেন, এটা হল তারই একটা অঙ্গ।"

দ্য স্টেটসম্যান' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হল 'এর উদ্দেশ্য হল পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের পৃষ্ঠপোষকতা করা যাতে আশা করা হচ্ছে যে, যে হিন্দুজাতির মধ্যে দ্রুতগতিতে যে শক্তি বৃদ্ধি হচ্ছে তাতে লাগাম পরানো যাবে।'

লর্ড কার্জন ১৯০৪ সালে ব্রডডিকের কাছে লিখলেন 'এই সময় আমরা যদি ওদের চেঁচামেচির কাছে নতি স্বীকার করি তাহলেবাংলাকে আমরা কাট - ছাঁট করতে পারব না এবং আপনারা ভারতবর্ষের পূর্বসীমান্তে একটি বিশাল শক্তির পা - কে শক্ত করার সুযোগ করে দেবেন। যা ভবিষ্যতে নিশ্চিত একটি ভয়ংকর এবং অধিকতরভাবে বৃদ্ধি পাওয়া বিপত্তির কারণ হবে।' লর্ড কার্জন ঢাকায় ঘোষণা করলেন 'পূর্ববঙ্গ একটি মুসলিম প্রদেশ হবে।' বললেন 'বিভাজনের প্রস্তাবিত যোজনা অনুসারে ঢাকা একটি নতুন ও স্ব-নির্ভর প্রদেশের কেন্দ্র হবে এবং সম্ভবত রাজধানীও হবে। তার ফলে এইভাবে গঠিত এই প্রদেশে সংখ্যা ও উন্নতর সংস্কৃতির কারণে এই সমস্ত জেলাগুলির লোকেদের বক্তব্য যাতে প্রাধান্য পায় নিঃসন্দেহে তার প্রভাব সৃষ্টি হবে। এর ফলে পূর্ববঙ্গে মুসলমানেরা একতাবদ্ধ হতে পারবে যা তার পুরোনো 'মুসলমান ভাইসয়র' এবং বাদশাহদেহর সময় থেকে শু করে আজ পর্যন্ত লাভ করতে পারে নি।

র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড লিখেছেন--- 'এই বিভাজন কেবল একটা মারাত্মক ভুল ছিল তাই নয়, এটা হল ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ...এটা এমনই একটা বিভাজন যা প্রশাসনিক দিক থেকে কোনও ঔচিত্য প্রমাণ করা, না ঐতিহাসিক পরম্পরা বা সাধারণ দূরদর্শিতার পরিচয় দেয়। উনি (কার্জন) ঔচিত্য ছাড়াই বাংলাভাষী একজনের থেকে অন্যজনকে বিছিন্ন করে দিয়েছেন। এছাড়াও সরকারের বিদ্ধে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। তাদের এই বিশ্বাস জন্মেছে যে আমাদের প্রশাসন তাদের প্রতি ন্যায়বিমুখ হয়ে গেছে।'

লর্ড মিন্টো সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ব্যক্তিগতভাবে বলেছিলেন, 'আপনাদের প্রদেশকে যেভাবে ভাগ করা হয়েছে আমার দেশকে যদি সেইভাবে বিভক্ত করা হত তা হলে আপনাদের যে অনুভব হয়েছে আমার মনেও ঠিক তাই হত।' মলে হাউস অব কমন্স -এ বঙ্গভঙ্গের নিন্দা করে বলেছিলেন, 'এটা এমন একটা কাজ যা নিশ্চিতভাবেই এর সঙ্গে সম্পর্কিত লোকদের সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছার বিদ্ধে ছিল।'

এই বঙ্গভঙ্গের বিদ্ধে সেদিন বাংলা উত্তাল হয়ে উঠেছিল। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের এটি চক্রান্তকে বাংলার মানুষ এক চ্যালেঞ্জ হিসাবেই নেয়। মনে হয় দীর্ঘ পরাধীনতার অবদ্ধ জ্বালা ও অপমানের ঢেউ সুনামীর মতো সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে গেল। বস্তুতপক্ষেবঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন ইংরেজের বিদ্ধে প্রথম সংগঠিত সর্বস্পর্শী জন- আন্দোলন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ঘোষণাপত্রে (Proclamation) বলা হয় 'যে হেতু বাঙালি জাতির সর্বজনীন প্রতিবাদ সত্বেও গভর্ণমেন্ট বঙ্গচ্ছেদ কার্যকরী করা স্থির করিযাছেন আমরা এতদ্বারা সংকল্প গ্রহণ ও ঘোষণা করিতেছি যে, আমাদের দেশের অঙ্গহানির বিষময় ফল প্রতিরোধ করিতে এবং জাতীয় সংহতি অটুট রাখিতে সমবেতভাবে আমাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করিব। ঈশ্বর আমাদের সহায় হউক।' (রবীন্দ্রনাথকৃত অনুবাদ)

এই আন্দোলনের ঢেউ ও বন্দেমাতরম্ মন্ত্র বাংলার সীমানা ছাড়িয়ে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ল। প্রকৃতপক্ষে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন স্বাধীনতা আন্দোলনেরই এক উজ্জ্বল প্রস্তুতিপর্ব। মহারাষ্ট্রের লোকমান্য তিলক, পাঞ্জাবের লালা লাজপথ রায়, বাংলার বিপিনচন্দ্রপাল দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজের ভি. ও, চিদাম্বরণ পিল্লাই প্রভৃতির নেতারা বঙ্গভঙ্গের বিদ্ধে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

বঙ্গব্যবচ্ছেদের প্রস্তাবে বাঙালী যে প্রচন্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ল তার কারণ এর দ্বারা সমগ্র জাতিসত্তাকেই বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে ভারতের মুক্তিসংগ্রামকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেবার এক লুকোনো প্রয়াস ছিল। তাই দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবাদ সভা হতে লাগল। ১৯০৫ সালের ৭ই আগষ্ট কলকাতার টাউন হলের ঐতিহাসিক সভায় বিদেশি দ্রব্য বয়কট ও স্বদেশী

জিনিষ ব্যবহার করার শপথ নেওয়া হয়। সেদিন ঐ সভায় যোগদান করবার জন্য সকল সম্প্রদায়েরই হাজার হাজার যুবক ও ছাত্র কলেজ ষ্ট্রীট দিয়ে শোভাযাত্রা করে হলে গিয়েছিল।

২১শে জুলাই ১৯০৫ এ দিনাজপুরের মহারাজার সভাপতিত্বে প্রস্তাব নেওযা হয় যে সরকারের এবং পঞ্চায়েত এর সদস্যরা একযোগে পদত্যাগ করবেন, একচৰ জাতীয় শোক পালন করা হবে, কেউ কোন আনন্দ অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন না এবং বিদেশী পণ্য বর্জন করা হবে। বরিশালে অশ্বিনীকুমার দত্ত কলেজের ছাত্রদের নিয়ে এই আন্দোলনকে তীব্রতর করে তুললেন।

'সঞ্জীবনী' পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণ কুমার মিত্র, 'অমৃতবাজা'রের লালমোহন ঘোষ, ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের এবং বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনের খবরাখবর তাঁদের কাগজে প্রকাশ করতে লাগলেন। 'সন্ধ্যা' পত্রিকার সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় লিখলেন 'ফিরিঙ্গিঘরের বিতর ঢুকিয়া কর্ত্তামি জুড়িয়া দিয়াছে --- তোমার প্রাণেরদায়, মনের দায়, অর্থের দায়, শিক্ষা - দীক্ষার দায় সব নিজের ঘাড়ে লইয়াছে --- আর তুমি তার সুখের পানে চাহিয়া হাতজোড় করিয়া বসিয়া আছ। তাহার ঐ কর্ত্তামি ঘুচাইতে হইবে। ...এই পরকে ঘর হইতেবাহির করাকেই 'বয়কট বলে।'

লক্ষণীয়, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ছিল এক প্রবল প্রতিবাদী এবং বহুমাত্রিক সর্বভারতীয় এক গণ - আন্দোলন যা জ াতীয় জীবনের সব কটি চেতনা - বিন্দুকেই ছুঁতে পেরেছিল। 'ডন' সোসাইটির সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখলেন 'Bandemataram has stirred the hearts of Bengal'। ২০শে মে ১৯০৬ বরিশালেও দশ হাজারের বেশি হিন্দু মুসলমানের এক শোভা যাত্রা অশ্বিনী কুমার দত্ত, মোহম্মদ সরাফ্ মিতাহার হোসেনের নেতৃত্বে শহর পরিক্রমা করে। 'বন্দেম াতরম' পত্রিকার ১৬.০৪.১৯০৭ সংখ্যায় শ্রী অরবিন্দ লিখলেন 'বত্রিশ বছর আগে বঙ্কিমচন্দ্র এই মহাসংগীত রচনা করেন। সে দিন এই সঙ্গীত কারও কর্ণে প্রবেশ করেনি । কিন্তু অকস্মাৎ কোনও এক মুহূর্তে চিরমোহাচ্ছন্ন বাংলার জনগণ জেগে উঠে চারিদিকে খুঁজতে লাগল সত্যকে। এবং বিধিনির্দিষ্ট সেই মুহূর্তে কেউ একজন গেয়ে উঠল 'বন্দেমাতরম্। মন্ত্র উচচারিত হল, আর একদিনেই সমগ্র জাতি দেশপ্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত হল।'

১৬.১০.১৯০৫ বিভাজনের দিনটিকে রাখী বন্ধনের মধ্য দিয়ে নিজেদের ভেতরের শক্তিকে জাগিয়ে তোলার ব্যবস্থা হল। পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি মানুষ সেদিন বরিশালে একত্রিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ দিনটিকে 'রাখীবন্ধন' দিবস হিসাবে সবার হাতে রাখী পরিয়ে দিয়ে বললেন 'ব্রিটিশ সরকার আইন করে বাংলাকে বিভক্ত করেছে। ঈশ্বর এই মহান জাতির বিভাজন মেনে নেবেন না। তারই প্রমাণস্বরূপ আমরা এই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে রাখীবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আমাদের অনপনেয় ঐক্য প্রদর্শন করব।' সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন -- আমরা ব্রিটিশরাজের 'Settled fact' কে 'unsettled' করবই।

বাংলাসাহিত্যের প্রাঙ্গণেও বঙ্গভঙ্গ আন্দেলনের দু - কূল ছাপানো ঢেউ এসে আছড়ে পড়েছিল। এমনকি সেই ঢেউ যে মহিলাদের অন্তঃপুরেও পৌঁছে ছিল তা বেশ বোঝা যায় ১৩১২ সালের কুন্তলীনপুরস্কার প্রাপ্ত যশোমালিনী দেবীর গল্প 'পূজার চিঠি'তে। সংলাপগুলি লক্ষণীয় 'আমরা সখীতে সখীতে কি কোন পরিচিত মেয়ের সংগে দেখা হলে 'বন্দেমাতরম' বলে সম্ভাষণ করি।' ... 'সে কি লোঃ তোর স্বামী যে ডেপুটি, তুই পথে ঘাটে বন্দেমাতরম বলছিস, তার চাকরী থাকবে তে া?' ...এখানে একটি স্বদেশী মামলা হয়ে গিয়েছে, কয়েকটি ছেলে ফৌজদারীর আসামী হয়েছিল, আমরা মেয়েরা চাঁদা তুলে তার মামলার খরচ চালিয়েছি, একটি মেয়ের হাতে টাকাছিল না, সে তার সোনার মাকড়ি কান থেকে খুলে দিলে।' ...'আমাদের স্বদেশী যারা দমন করতে আসবে, তাদের জন্য মুড়ো ঝাঁটা তুলে রেখেছি, তাঁর এক একটি খিল যেন দধীচি মুনির এক একখানি অস্থি।' ...বল্লে, 'কাপড়খানি ও বন্দেমাতরম পেড়ে, কিন্তু এসেন্সটা যে বিলিতি ... 'পাল হেসে বল্লে, গ াল দেও কেন দিদি, বিলিতি এসেন্স কোন দুঃখে মাখবো? স্বদেশী এসেন্স দিলখোসের নাম কখনও শোন নি?'

বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন ও স্বাদেশিকতার কাঠামোর ছায়াই আমরা খুঁজে পাই রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে - বাইরে' উপন্য াসটিতে। বিভিন্ন চরিত্রের মুখ দিয়ে স্বদেশী আন্দোলনের অনেক বিষয় ও চিন্তাভাবনা বেরিয়ে এসেছ। বঙ্গবিভাগ, স্বদেশী ড াকাতি এবং বয়কটপ্রসঙ্গ এসেছে ঘুরে ফিরে। অরবিন্দ ঘোষ 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার বললেন সলিমুল্লা, মৌলবী - মোল্লারা এই আন্দোলনের বিরোধীতা ওবিদ্বেষ ছড়ানোয় সচেষ্ট আছে। উপন্যাসটিতেও দেখা যায় যে মুসলমানরা কিছুতেই সহযে াগিতা করছে না। 'ঘরে - বাইরে'র সন্দীপ বলছে' ...অনেক গলা ভেঙে শেষকালে এটা বুঝেছি গায়ে হাত বুলিয়ে

কিছুতেই মুসলমানদের আমাদের দলে আনা যাবে না।’

১৯১১ সালের ১১ই ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গ রদ হয় কিন্তু আবার সেই বাংলারই পূর্বাংশ আমাদের হাত থেকে আবার বেরিয়ে গেল স্বাধীনতা পাবার মুহূর্তেই। হতচকিত বাংলা নিপায় আঙুলগুলি নিয়ে নির্ভাষ দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চেয়েই রইল। একবার ভাঙল, আবার জোড়াও লাগল। আবার ভাঙল। এমন ‘ভাঙারে জোড়া দেবে কে।’ আমরা শুধু ত ারপরের স্মৃতি ও কণ পরিণামের যুগলবন্দী‘তিতাস একটি নদীর নাম’ ও ‘মেঘে ঢাকা তারায়’ রেখে দিয়েছি। ‘কেমন শত াব্দী এল -- এ তো সেই কালবেলা -- আমরা কলঙ্কিত আজ’ (কবি ভাস্কর চক্রবর্তী)।



সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com